১। রামচন্দ্র মঙ্গরাজ

রামচন্দ্র মঙ্গরাজ মফস্বলের জমিদার এবং মহাজন—নগদ টাকার কারবার অপেক্ষা ধানের মহাজনিই বেশি। শুনা যায় আড়ে-দৈর্ঘে গ্রামের চারি ক্রোশের মধ্যে আর কাহারও কারবার চলে না। লোকাটি বড় ধার্মিক। বৎসরে ২৪টা একাদশী, কিন্তু ৪০ টা হইলেও একটিও যে বাদ যাইত এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। একাদশীর দিন তুলসীপাতার জল মাত্র অবলম্বন। এই সেদিন বিকালে মঙ্গরাজের জগা নাপিত এ-কথা সে-কথায় বলিয়া ফেলিয়াছিল প্রতি একাদশীর দিন সন্ধ্যাবেলা দ্বাদশীর পারণের জন্য কর্তাবাবুর শুইবার ঘরে সের খানিক দুধ, কিছু খই, লবাত ও পাকাকলা রাখা থাকে। জগা দ্বাদশীর দিন ভোরে খামকা বাসন মাজে। একথা শুনিয়া জনকয়েক মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া মুচকিয়া হাসিয়াছিল। একজন বলিয়া ফেলিল, 'ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাইলে শিবের বাবাও টের পায় না।' এ কথার অর্থ স্পষ্ট বুঝা গেল না, তবে আমরা অনুমান করিয়া লইলাম, ইহা নিন্দুকের কথা। সে কথা থাক, বরঞ্চ আমরা কর্তাবাবুর সপক্ষে ওকালতি করিতে পারি। দুগ্ধভাণ্ড শূন্য হইবার ব্যাপারটা যে মঙ্গরাজ মহাশয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার চাক্ষুষ সাক্ষী কই? শোনা কথা বা অনুমানকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে আমরা নিতান্ত নারাজ। আদালতের হাকিমদের তো এই মত। আর একটা কথা: বিজ্ঞানশাস্ত্র বলে যে, জলীয় পদার্থ সকল বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। দুধ তো জলীয় পদার্থ, জমিদার বাড়ির দুধ বলিয়া বিজ্ঞান বতিল করিবে নাকি! আবার সে ঘরে ইঁদুর ছুঁচা ইত্যাদি ছিল, ছারপোকা মশা মাছিই বা কার ঘরে না থাকে? পেটের ধান্দায় জগতের সকল প্রাণী ঘুরিতেছে। তায় আবার তাহারা মঙ্গরাজের ন্যায় হরিবিলাস গ্রন্থমাহাত্ম্য শোনে নাই। এরূপ অবস্থায় মঙ্গরাজের ধর্মনিষ্ঠার প্রতি সন্দেহ করা মহাপাপ বলিয়া মনে করি। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী ঘটনাবলির দিকে নজর রাখিবার জন্য প্রমাণ-আইনে বিচারকদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ আছে। মঙ্গরাজ মহাশয় সিদ্ধচাল স্পর্শ করেন না—শুঁটকি মাছের কথা ছাড়িয়া দাও। দ্বাদশীর দিন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাহার পরে পারণ করেন। মঙ্গরাজ বড় হুঁশিয়ার লোক। এই ব্রাহ্মণভোজনরূপ মহৎকার্যে পাছে কখনও কোনো বিঘ্ন ঘটে এই জন্য একজন কৈবর্তকে

---

* মাণ। জমির মাপ বিশেষ, মোটামুটি এক একর বা ৩ বিঘা ১½ কাঠা। ১৬ বিঘা = ১ গুণ্ঠ (প্রায় ২½ কাঠা) ২৫ গুণ্ঠ = ১ মাণ (৩ বিঘা ½ কাঠা)। ২০ মাণ = ১ বাটি (৬০ বিঘা ১০ কাঠা)।

** নউতি (অথবা গউনী)। ধান, চাল, মুড়ি ইত্যাদির মাপ বিশেষ। ৪ কালি = ১ বিশ্বা; ১৬ বিশ্বা = ১ গউনী বা নউতি; ৮০ গউনী = ১ ভরণ।

*** পল = চার তোলা।

একমাণ* ও একজন ময়রাকে একমাণ এইরূপ দুইমাণ জমি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। দ্বাদশীর দিন ভোরে কৈবর্ত দুই নউতি** চিড়া ও ময়রা কুড়ি পল*** গুড় জোগান দিয়া যায়। গোবিন্দপুর শাসনের ২৭ ঘর ব্রাহ্মণ সকলে নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া যায়। মঙ্গরাজ স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেশন করেন। সকলের পাতে একবার চিড়া গুড় দিয়া মঙ্গরাজ মহাশয় হাত জোড় করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলেন, 'গোঁসাইরা , বলুন আর কিছু প্রয়োজন কিনা, ঢের জলপান ঢের গুড় আছে; কিন্তু আমি জানি আপনাদের চোখ বড়, পেট ছোট, আপনাদের পেটে আর জায়গা নাই।' ইহার পরেও কোনো হ্যাংলা ব্রাহ্মণ জলপান চাহিয়া বসিলে কর্তাবাবু তিনটি আঙুলে পাঁচ-সাত গণ্ডা চিড়া লইয়া পাতে ফেলিয়া দেন। তারপরে গোঁসাইগণ 'পূর্ণ হইল, পূর্ণ হইল' লম্বা লম্বা ঢেকুর তুলিয়া আশীর্বাদ করিয়া পাত ছাড়িয়া উঠেন। ব্রাহ্মণভোজনের পরে যে এক নউতি চিড়া ও অর্ধেক আন্দাজ গুড় উদ্বৃত্ত হয় তাহা ভক্তিপূর্বক মঙ্গরাজ সেবা করেন। পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিবেন, 'এক নউতি চিড়ায় সাতাশজন ব্রাহ্মণের পেট কিরূপে পুরিল?' হরি বোল ভাই হরি বোল! এ সকল কথার উত্তর দিতে গেলে আমাদের আর লেখা আগাইবে না। যিশুখ্রিস্ট দুইখানি রুটিতে বারোশ লোক খাওয়াইয়াছিলেন, আবার চারি ধামা বাড়তিও হইল। কাম্যক বনে শ্রীকৃষ্ণ দুর্বাসার বারো হাজার শিষ্যের পেট একটুখানি শাকে ভরাইয়া দিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের হস্ত-মহিমার প্রতি যদি আপনার বিশ্বাস না থাকে, তবে আমাদের মঙ্গরাজচরিত্র পড়িবার জন্য অনুরোধ করিতে সাহস করিব না। এরূপ শুনা গিয়াছে , তাঁহার মাসতুত ভাই শ্যাম-অ মল্ল শহরে গিয়াছিলেন—পাপ ঢাকা থাকে না—তিনি কুসঙ্গে পড়িয়া পেঁয়াজ দেওয়া কপি খাইয়াছেন একথা কর্তাবাবুর নিকট অজানা রহিল না। আজ পর্যন্ত তাঁহার ধোপা নাপিত বন্ধ থাকিত কিন্তু মঙ্গরাজ মহাশয় খুব কম খরচে অর্থাৎ শ্যামের সীমানা দেওয়া দেড় বাটি* পৈতৃক লাখেরাজ হইতে ১৫ মাণ জমি মাত্র নিয়া রেহাই দিলেন। মঙ্গরাজ একদিন শ্যামকে ডাকিয়া মুরুব্বিয়ানা করিয়া কহিলেন, 'দেখ্ শ্যাম-অ এবার থেকে সামলে চলিস্। আমি ছিলাম বলে আমার খাতিরে না পাঁচজন তোকে জাতে তুলে নিল, নইলে তুইতো একেবারে কেরেস্তান হয়ে যেতিস—তোর সাতপুরুষ অহি-নরকে পড়ত আর আমি বলে না তোর জমি পাঁচ টাকা মাণ দরে নিলাম, আর কেউ দুই টাকাতেও ছুঁইত না। হাজার হোক, ভাই ত, তোকে কি আর ফেলতে পারি? হোক্‌বিপদ আপদ তখন আমি—সুদিনে কে কার। এই সেদিন ভীমা গয়লার ফৌজদারি মোকদ্দমায় তোকে সাক্ষী হতে বললাম, তুই ঘরে লুকিয়ে থাকলি, দেখা দিলি না।'

হায়, হায়, যে নিন্দুকরা খ্রিস্টকে ক্রুশে চড়াইল, সতী শিরোমণি সীতাকে বনে পাঠাইল, তাহাদের বংশধরেরা যে একাদশী পালনকারী, পরোপকারী মঙ্গরাজের অখ্যাতি রটনা করিবে ইহা আশ্চর্য নহে। নিন্দুকরা যে কথা বলিয়া বেড়াইবে আমাদের নাচার হইয়া সে

কথা বলিতে হইতেছে। তাহারা বলে মঙ্গরাজ চারি ক্রোশের মধ্যে কাহারও গোষ্পদ পরিমাণও জমি রাখিলেন না। বাকি ছিল ভাই, এতদিনে একটা ছুতা মিলিল। শ্যাম পেঁয়াজ খাইয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইল, মঙ্গরাজের বাড়ির মেয়েরা যে চম্পাকে হাটে পাঠান পোঁয়াজ কিনতে? কথাচ্ছলে আমরা মানিয়া নিলাম চম্পা পেঁয়াজ কিনিয়া আনিল। খাওয়া হয় তার প্রমাণ কই? পলাণ্ডু গুঞ্জনঞ্চৈব, মনুতে না হয় খাওয়া নিষিদ্ধ, কিনিলে পতিত হইবে এমন বিধান কোথায়? তবে কিনা ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েদের দোষাদোষ সমালোচনাকারী নিন্দুকদের কথার উত্তর দিতে আমরা সম্পূর্ণ নারাজ।